দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 30 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের হাতে কি জিম্মি হয়ে থাকবে পরীক্ষা পদ্ধতি?

মাসুদুজ্জামান

মাধ্যমিক পরীক্ষার পুরনো পদ্ধতি বহালের দাবিতে কিছু ছাত্র আবার বিক্ষোভ কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছে। বিক্ষোভ, সমাবেশ, ব্যারিকেড, গাড়ি ভাংচুর, দোকানপাট ধ্বংসে, ট্রেন অবরোধ ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে সারা দেশ আজ অস্থির। কোথাও কোথাও অবস্থা এমন টালমাটাল যে গণপ্রতিনিধিরাও পরিস্থিতি শান্ত রাখার আহ্বান জানাচ্ছেন। সব মিলিয়ে দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলো আজ অগ্নিগর্ভ। শিক্ষাঙ্গন ছাড়িয়ে পরীক্ষার্থীরা সড়ক, মহাসড়ক, এমনকি রেলপথ পর্যন্ত তাদের আন্দোলনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিদিন ঘটে যাওয়া এই কর্মকাণ্ড, কোন সন্দেহ নেই, সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু কেন সমর্থনযোগ্য নয় তা খতিয়ে দেখার আগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের দাবি কি বিবেচনা করা যাক।

পরীক্ষার্থীদের দাবি হচ্ছে, ১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ পর্যন্ত মাধ্যমিক পরীক্ষায় যে পদ্ধতি চালু ছিল, তা বহাল রাখা। বিরানব্বই থেকে দেশে মাধ্যমিকে চালু হয় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি। টিক চিহ্ন দিয়ে উত্তর দেয়াই হচ্ছে এই পদ্ধতির মূল কথা। পরীক্ষার্থীরা যাতে অঙ্কের মতো মুখস্থ করে কোন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সঠিক উত্তরটাকে চিহ্নিত করতে পারে, নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্য ছিল সেটাই। ব্যাপারটা কঠিন মনে হলেও এ এক সহজ-সরল পদ্ধতি। যান্ত্রিক পদ্ধতি। পদ্ধতিগত এই ত্রুটির সঙ্গে যখন "প্রশ্ন ব্যাংক" চালু করা হয়, তখন মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারটা একেবারে জলবৎ তরলং হয়ে যায়। যে সীমাবদ্ধতা ও শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয়েছিল, সেই সীমাবদ্ধতা আবার দেখা দেয়, মানোন্নয়ন তো দূরের কথা পুরো পরীক্ষার ব্যাপারটি ৫০০ প্রশ্নের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

প্রশ্ন ব্যাংকের এই পদ্ধতি চালুর পর দেখা যায়, শিক্ষার মান দ্রুত হু হু করে নামছে। চারদিকে ওঠে সমালোচনার ঝড়। সরকার এই সমালোচনার মুখে সিদ্ধান্ত নেয় প্রশ্ন ব্যাংক বাতিলের। আগামী বছর থেকে এই পদ্ধতিতেই অনুষ্ঠিত হবে মাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীরা এখন এই নতুন প্রবর্তিত পদ্ধতি বাতিল এবং পূর্বের পদ্ধতি বহালের দাবিতে আন্দোলন করছে।

প্রথমেই লক্ষণীয় ছাত্রদের এই আন্দোলনের কোন নৈতিক ভিত্তি নেই। তাদের দাবি মেনে নেয়ার অর্থ, পরীক্ষা পদ্ধতি কি হবে তারাই তা নির্দেশ করে দিচ্ছে। আর ছাত্ররাই যদি হয় তাদের পরীক্ষা কোন্ পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত হবে তার নীতিনির্ধারক, তাহলে সেই পরীক্ষা গ্রহণ অর্থহীন।

এটা মেনে নিলে শিক্ষা সঙ্কোচনকেই মেনে নিতে হবে সরকারকে। এর দায়, কোন সন্দেহ নেই, অদূর ভবিষ্যতে বহন করতে হবে জাতিকেই।

ইতোমধ্যে প্রশ্ন ব্যাংকের কুফল যে কত মারাত্মক হতে পারে, দেশের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে যাঁরা শিক্ষাদান করেন তাঁরা তা বিলক্ষণ টের পাচ্ছেন। জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যতকে মেধাশূন্য, চিন্তাশূন্য করে তুলবার জন্য এই একটি পদ্ধতিই যথেষ্ট! শুধু কি মেধাশূন্যতা? এর বিষময় প্রতিক্রিয়ার আরও কিছু দিক আছে, যা আমরা বুঝেও না বোঝার ভান করছি, অথবা না বুঝে এড়িয়ে যাচ্ছি। পরীক্ষার্থীদের ভাংচুর, নৈরাজ্যের মুখে আজ যদি তাদের দাবি মেনে নেয়া হয়, তাহলে যে প্রশ্রয় তারা পেয়ে যাবে তা অকল্পনীয়। পেশীশক্তির জোরে যে সবকিছু আদায় করে নেয়া যায়, সত্য হয়ে উঠবে তা-ও।

গলদ অবশ্য গোড়াতেই ছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এই উদ্ভট নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করেছিল ১৯৯২ সালে। নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতিটা যে আমাদের দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য উপযুক্ত নয়, এখন তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি আমরা। শিক্ষার মান যে কি হারে নিম্নগামী হচ্ছে, উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের কাছে তা আজ আর অজানা নেই। কে যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আর সরকারকে এই বুদ্ধি দিয়েছিল, ভাবলে অবাক হতে হয়। টিক মার্ক পদ্ধতিতে পৃথিবীর অনেক দেশে উত্তর ভুল হলে নম্বর কেটে নেয়ার রীতি চালু আছে। এই রীতির ফলে পরীক্ষার্থী কখনোই না জেনে কোন প্রশ্নের উত্তর আন্দাজে দেয় না। কিন্তু আমাদের এখানে নম্বর কাটার এই পদ্ধতি নৈর্ব্যক্তিক রীতিতে রাখা হয়নি। ফলে দেখা গেছে বেশিরভাগ পরীক্ষার্থী একেবারে না পড়ে অনুমানের ওপর ভিত্তি করে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পাস করে গেছে। প্রশ্ন ব্যাংক থাকায় তাদের অবস্থা ছিল আরও পোয়াবারো। মূল বইয়ের ধারে কাছে না গিয়ে শুধু প্রশ্ন ব্যাংকে সঙ্কলিত প্রশ্নের উত্তর জেনে তারা সহজেই পাস করে গেছে। শুধু পাস নয়, দেখা গেছে পরীক্ষার ফলে স্টার মার্কের ছড়াছড়ি।

মাধ্যমিক পরীক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে আরও একটি মারাত্মক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশ মিলিয়ে ৩৩ শতাংশ নম্বর পেলেই পাস করে যেত পরীক্ষার্থীরা। প্রশ্ন ব্যাংক ও পাস নম্বরের এই রীতি কর্তৃপক্ষ কেন যে এতদিন চালু রেখেছিল, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কি এর কুফল কতটা মারাত্মক হতে পারে তা বুঝতে পারেনি? তারা যদি এটা বুঝতে না পারে, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই, কর্তৃপক্ষের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। শিক্ষার মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তারা কাজের অযোগ্য।

অযোগ্যতার এই পরিচয় তারা অবশ্য দিয়েছে আরও একটা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। প্রশ্ন ব্যাংক চালুর এক বছরের মধ্যে ধরা পড়ে এই পদ্ধতির ত্রুটি-বিচ্যুতি। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় প্রশ্ন ব্যাংক বাতিল করে পদ্ধতিটি সংশোধনের। গণমাধ্যমে এই খবর প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় এক শ্রেণীর পাঠবিমুখ ছাত্রের গাড়ি ভাংচুর আর নৈরাজ্য সৃষ্টির আন্দোলন। ঐ সময় দেশের সচেতন নাগরিকরা অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, সরকার কি অবলীলায় আন্দোলনরত ছাত্রদের কাছে নতিস্বীকার করছে! মেনে নিচ্ছে তাদের দাবি। পরীক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেয়ার ঐ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যে কত মারাত্মক ছিল গত কয়েক বছর বেশ কয়েকবার তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের গাড়ি ভাংচুরের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা পিছানোর মতো আন্দোলন পর্যন্ত করেছে। প্রথম দিকে সরকার এই দাবির কাছেও নতিস্বীকার করে। পরীক্ষার তারিখ পরীক্ষার্থীদের দাবি অনুসারে পিছিয়ে দেয়। তবে এ বছর উচ্চ মাধ্যমিকের তারিখ পিছানোর দাবির কাছে সরকার নতিস্বীকার করেনি। এজন্য তারা নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্হ।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হকের একটি মন্তব্যের প্রতি অবশ্য সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। সহযোগী একটি দৈনিকে প্রকাশিত খবর থেকে জানা গেল, কোন অবস্থাতেই এবার সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা পাল্টাবে না, অর্থাৎ নতুন পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করবে না। সময়োচিত এই মন্তব্যের জন্য তাঁকে ধন্যবাদ। অতীতে সরকার পরীক্ষার্থীদের দাবির কাছে নতিস্বীকার করেছিল বলেই পরীক্ষার্থীরা আজ গাড়ি ভাংচুরের আন্দোলনে উৎসাহী হয়েছে। তাদের ধারণা, গাড়ি ভাংচুর করেই যেহেতু তাদের পূর্বসূরিরা সাফল্য পেয়েছিল, সুতরাং তারাও পাবে। জয় হবে পেশীশক্তির। এই মানসিকতা সত্যি মারাত্মক। শুধু নিন্দনীয় বললে ভুল হবে, অমার্জনীয় অপরাধ। ১৫-১৬ বছর বয়সে যদি একজন পরীক্ষার্থী গাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে, তাহলে জাতি ভবিষ্যতে তাদের কাছ থেকে কি আশা করতে পারে? অভিভাবকরাই বা তাদের কাছ থেকে কি আশা করেন?

এ প্রসঙ্গে অভিভাবকদের উদ্দেশে কিছু বলা প্রয়োজন বলে আমরা মনে করছি। অভিভাবকরা কি জানেন না তাঁদের কোমলমতি সন্তানরা কি মারাত্মক কর্মকাণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছে? একজন ভাল অভিভাবকের দায়িত্ব হচ্ছে সন্তানকে সুপথে পরিচালিত করা, পথভ্রষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা। অভিভাবকদের প্রতি আমাদের উদাত্ত আহ্বান, দেশ ও জাতির স্বার্থে শুধু নয়, আপনার সন্তানের ভবিষ্যতের স্বার্থে তাকে এই ধ্বংসাত্মক আত্মঘাতী পথ থেকে সরিয়ে আনুন। সেই সঙ্গে যাঁরা এসব উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রের শিক্ষক, তাঁরাও তাঁদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবেন বলে আমরা আশা করি।

কিন্তু পরীক্ষার্থীর ভাংচুরের এই ঘটনার খবর, বলতে দ্বিধা নেই, দেশের শিক্ষাঙ্গনগুলোর চরম অস্থিরতার প্রকাশ। দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো গত কয়েক বছরে সর্বনাশের যে কোন্ অতলে নেমে গেছে, এই ঘটনাই তার প্রমাণ। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি যে আজ সত্যি নড়বড়ে হয়ে গেছে, যে কোন সচেতন নাগরিক তা চোখকান খোলা রাখলেই বুঝতে পারবেন। দেশের ভবিষ্যত যাদের হাতে, তারাই আজ পরস্পর হানাহানি-নৈরাজ্যে লিপ্ত। মাধ্যমিক স্তরের পরীক্ষার্থীরা মনে হচ্ছে এ ব্যাপারেই হাত পাকাবার মহড়া দিচ্ছে। এক দিন এরাই যে উচ্চশিক্ষার অঙ্গনকে নৈরাজ্যে নৈরাজ্যে অগ্নিগর্ভ করে তুলবে না, তার কি কোন্ গ্যারান্টি আছে? অভিভাবক, শিক্ষক, সরকার সবার কাছে তাই আমাদের স্বাভাবিক প্রত্যাশা, অনেক হয়েছে। উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষার্থীদের আর বিন্দুমাত্র প্রশ্রয় দেবেন না। শিক্ষা সচিব ইরশাদুল হক তাই যে দৃঢ়তা দেখিয়েছেন, তা যেন শুধু কথার কথা নয়, সিদ্ধান্তে অটল থাকার প্রশ্নে প্রতিফলিত হয়। গত উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, সরকার দৃঢ় ছিল বলেই ঐ পরীক্ষা ছাত্রদের গাড়ি ভাংচুরের মুখেও পিছানো হয়নি। এবারও সরকার প্রশ্ন ব্যাংক বাতিলের প্রশ্নে অটল থাকবে বলে আমরা আশা করি। শিক্ষার্থীদের নৈরাজ্য সৃষ্টির নজির তাহলে আর স্থাপিত হবে না। ভবিষ্যতের জন্যই সরকারের এই কঠোরতা অবলম্বন জরুরী।